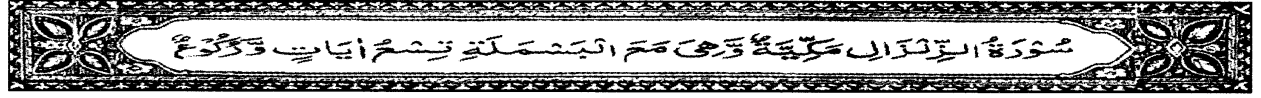


সূরা আয যিল্‌যাল-৯৯

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরার অবতরণকাল ও স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ রয়েছে। মুজাহিদ, আতা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মত বুয়ূর্গগণের অভিমত: এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যেরা বলেন, এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ অভিমতটি ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছিল, নবী করীম (সাঃ) এর সময়ে বিরাট বৈপ্লবিক নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হবে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, আখেরী যমানায় ঠিক অনুরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, যখন বিশ্ব নবী (সাঃ) এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভূত হবেন। তখন সকল মানবীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। নব নব আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনীতে সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলে যাবে। মানুষের আদর্শও এক নতুন রূপ ধারণ করবে।



সূরা আয যিল্‌যাল-৯৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। পৃথিবীকে যখন এর (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে^{৩৪০২}

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

৩। এবং পৃথিবী এর বোঝা বের করে দিবে^{৩৪০৩}

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ①

৪। তখন মানুষ বলবে, ‘এর হলো কী?’^{৩৪০৪}

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ①

৫। সেদিন এ (পৃথিবী) নিজের (সব গোপন) সংবাদ বলে দিবে^{৩৪০৫}।

يَوْمَ مِيزَتْ تَحْدِثُ أَخْبَارَهَا ①

★ ৬। কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক এর প্রতি (এমনটিই) ওহী করে রেখেছেন^{৩৪০৬}।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ①

৭। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে^{৩৪০৭} একত্র হবে, যাতে তাদের কর্মফল তাদের দেখানো হয়^{৩৪০৮}।

يَوْمَ يُمِيزُ يَضْدُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ① لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ①

৮। সুতরাং যে এক অণু পরিমাণও পুণ্য (কাজ) করেছে সে তা দেখতে পাবে।

فَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ①

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৪ঃ১২৪-১২৫; ১৭ঃ৮; ২৮ঃ৮৫; ৪১ঃ৪৭।

৩৪০২। সমগ্র বিশ্বই প্রচণ্ড ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোড়ন ও উত্থান-পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

৩৪০৩। (ক) ভূগর্ভ উন্মুক্ত করা হবে এবং পৃথিবী নিজ গর্ভস্থ খনিজ সামগ্রী ও ধন-দৌলত বের করে দিবে, (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করে ভূ-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করবে।

৩৪০৪। অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক লাগিয়ে দিবে যে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে ওঠবে, পৃথিবীর হলো কী?

৩৪০৫। নবী করীম (সাঃ)কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ‘গোপন কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হয়ে পড়বে’ (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হবে যে কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

৩৪০৬। পৃথিবী তার ধন-সম্পদ বের করে দিবে। কেননা প্রভু-প্রতিপালক তাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। ‘আওহা’ অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

৩৪০৭। শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দল, কোম্পানী, সমিতি, ইত্যাদি গঠন করবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শভিত্তিক দল ও দেশগুলো জোটভুক্ত হয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৩৪০৮। ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রীভূত করে সমষ্টিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা চালাবে, যাতে তাদের সম্মিলিত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি এবং সম্মিলিত শ্রম তাদের জন্য উত্তম ফল দিতে পারে।

১ ৯। আর যে এক অণু পরিমাণও মন্দ (কাজ) করেছে সে তা দেখতে
[৯] পাবে^{৩৪০৯}★।
২৪

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَ ۙ

৩৪০৯। মানুষের ছোট-বড় কোন কাজই বৃথা যায় না, অবশ্য-অবশ্যই তা ফল দান করে থাকে।

★ [৮ ও ৯ আয়াত পড়ে বাহ্যত মনে হয় মানুষ ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্য বা পাপ যা-ই করুক না কেন সে এর ফল পাবেই। কিন্তু ‘মাগফিরাত’ (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমার) বিষয়টি এর অনেক উর্ধ্বে। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, পাপ যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করতে পারেন। কেননা তিনি মানুষের মনের খবর রাখেন এবং তিনি জানেন কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।